আনিসুল হক সাহিত্য সন্ধ্যা

ফওজিয়া সুলতানা নাজলী

গদ্য কার্টুন লিখে ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে উঠা আনিসুল হকের পরিচয় এখন প্রশ্নাতীত। তিনি যখনই যা লিখেছেন তার ভিতর দিয়ে বয়ে গিয়েছে এক ঝলক টাটকা বাতাস। যে বাতাসের সৌরভ ছড়িয়ে যায় সবখানে। বাংলাদেশের জনপ্রিয় লেখক, নাট্যকার, সাংবাদিক, কবি জনাব আনিসুল হক সম্প্রতি মেলবোর্ণ এসেছিলেন, স্থানীয় কোন সংগঠনের আমন্ত্রনে। বাংলা একাডেমী অস্ট্রেলিয়া'র আমন্ত্রনে সিডনী ঘুরে গেলেন। ১০ নভেম্বর ২০০৭, শনিবার সন্ধ্যা ৭টায় জনাব আনিসুল হকের সঙ্গে আড্ডা দেয়ার আয়োজন করেছিলেন জনাব আনোয়ার আকাশ। ব্লাকটাউন হাইস্কুলের মিলনায়তনে নির্ধারিত সময় সন্ধ্যা ৭টায় একাডেমীর ছোট্ট সোনামণিরা প্রদীপ জ্বালিয়ে মঞ্চে এসে স্বাগত জানালো উপস্থিত সুধীবৃন্দকে। "চঞ্চল একঝাঁক পায়রা সৃষ্টির উল্লাসে উড়ছে", মনটা আহ্লাদে ভরে উঠলো।

মাধ্যমিক স্কুল পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় ৩য় স্থান অর্জন করে পরবর্তীতে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন জনাব আনিসুল হক। বর্তমানে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার উপ সম্পাদক। সাহিত্য এবং নাট্যরচনায় সময় কাটান।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব সাজানো হয়েছিল লেখকের জনপ্রিয় গ্রন্থের নির্বাচিত অংশের পাঠ এবং প্রশ্নোত্তর পর্ব দিয়ে। সুক্ষরসাবোধ আর সাবলীল বক্তব্য দিয়ে উপস্থিত দর্শকদের সঙ্গে ভাব বিনিময় করছিলেন তিনি। তাঁর ঝুলি থেকে বেরিয়ে এসেছিল অনেক সুন্দর সুন্দর জোকস্। যার পর নাই আনন্দ পেয়েছে দর্শকরা। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কি এমন এক প্রশ্নের জবাবে অনিসুল হক বললেন উজ্জল প্রানবন্ত একঝাঁক জিপিএ ৫ পাওয়া ছাত্রছাত্রীর বুদ্ধিদীপ্ত প্রত্যয়ই আশ্বাস দিয়ে যায় সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের। লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে পাওয়া এ বাংলাদেশের পরাজয় নেই। আনিসুল হকের সংক্ষিপ্ত

বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শেষ হয় ১ম পর্ব। তার মুখে আবার নতুন করে শোনা মুক্তিযোদ্ধা আজাদ এবং আজাদের মায়ের গল্প (এই সত্যকাহিনী অবলম্বনে আনিসুল হক রচনা করেছেন তার 'মা' উপন্যাস) বরাবরের মত বুকের ভিতর ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠেছিল, কিছু কিছু কাহিনী আছে যা বার বার শুনলেও ব্যথার অনুভূতি একই হয়। চোখে পানি টলমল করে। যা ছুঁয়ে যায় আমাদের জীবনের মন থেকে মনন। চোখের সামনে ভেসে উঠে আজাদ এবং আজাদের মায়ের বেদনাতুর মুখচ্ছবি। "আবার আমরা ফিরে তাকাই আমাদের চরম শোক ও পরম গৌরব মন্ডিত মুক্তিযুদ্ধের সেই দিনগুলোর দিকে"।

৩০ মিনিটের বিরতি পর শুরু হয় দ্বিতীয় পর্ব। জনাব তানভীর পরিবেশন করেন আনিসুল হকের উপর ভিডিও "কিছু জানা অজানা তথ্য"। এ অংশটিতে আনিসুল হকের জনপ্রিয় নাটকের অংশ বিশেষ দেখালে আরো উপভোগ্য হয়ে উঠতো। ৫১বর্তী নাটকের শিউলী এবং ফরহাদের কল্পিত সিডনি সফরের উপর নাট্যাংশ অভিনয় করেন শাহীন শাহ্‌নেওয়াজ ও মানিজে আবেদীন। দর্শকরা বেশ উপভোগ করেন নাটকটি। নাটকটিতে তাদের সংগে ছিলেন রিজওয়ানা আলী এবং জনৈক।

কবিতার আসর ছিল অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে। অঞ্জন আনিসুল হকের কবিতা "নিয়তির নির্মম পরিহাস" দিয়ে শুরু করলেও বাকী সবাই স্বরচিত কবিতা এবং অন্য কবিদের কবিতা আবৃত্তি করেন। এ আসরটি কবি আনিসুল হকের কবিতা দিয়ে সাজালে আরো সুন্দর হয়ে উঠতো। নিজের লেখা কবিতা অন্যের মুখে শুনতে কার না ভাললাগে। অনুষ্ঠানের সঞ্চালকের দায়িত্বে ছিলেন সাইদুর রহমান অপু। ব্যস্ততার মাঝেও প্যারামাটার এমপি মিস জুলি ওয়েন্‌স এবং অনারারী কনসাল জেনেরেল জনাব এন্থনি কুরি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ছোট বাচ্চাদের কোলাহল আর দর্শকদের নিজেদের মধ্যে কথোপকথন সমগ্র অনুষ্ঠানকে কিছুটা হলেও বিঘ্নিত করেছে। অনুষ্ঠান ভাল না হলে যেমন মন ভরে না দর্শক সমাগম না হলে তেমনি হল ভরে না। হল এবং মন এদুটো পরিপুর্ন করার দায়িত্ব আয়োজকদের যেমন দর্শকদেরও ঠিক তেমনি।